IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নারীর ভাষায় দক্ষিণ দিনাজপুরের ধাঁধা ও জীবনচর্চার লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞান।

ধীরাজ সরকার

Key Words :- পুরাকাহিনী, লোককথা, বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ, হেঁয়ালি, সমাজের ভাষারূপ, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বানুসন্ধান।

মূল প্রবন্ধ--

বাংলা সাহিত্যের লোকসংস্কৃতির তত্ত্বানুসন্ধানের বিচারে লোকসংস্কৃতি হল জনমানবের ঐতিহ্যপূর্ণ মানসচর্চা ও জীবনচর্চার কৃতি সামগ্রীর বাস্তব অভিপ্রায়। যাকে লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, প্রতীয়মান মৌখিক ভাবপ্রবণতার স্বতোৎসারিত সমষ্টিগত অভিব্যক্তি বলা চলে। এই অভিব্যক্তির প্রকাশ সাধারণত শিল্প,সাহিত্য, গীত, নৃত্য, অভিনয়, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, খাদ্য, পথ্য ,পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, উৎসব, অনুষ্ঠানের দ্বারা হয়ে থাকে। আর এই প্রকাশই মানব সভ্যতার বুদ্ধির বিকাশকে বিচ্ছুরিত করে তুলেছে। এই লোকসংস্কৃতির দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক উইলিয়াম আর ব্যাসকম্ লোকসংস্কৃতিকে সীমাবদ্ধ অর্থে কেবলমাত্র মৌখিক ভাষাশ্রয়ী লোকসাহিত্য রূপের ব্যাখ্যা করে ভার্বাল আর্ট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লোকসংস্কৃতির বিষয়ের সীমানায় কেবলমাত্র ইতিকথা, পুরাকথা, প্রবাদ ধাঁধা প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্তির মত ব্যক্ত করেছিলেন।[১] আসলে, পুরাকাল থেকেই লোকসংস্কৃতি ছিল মৌখিক ও অলিখিত সাহিত্য। মৌখিক ভাবাশ্রয়ী রূপ হিসেবে oral, spoken, verbal, unwritten ছিল লোকসংস্কৃতি। এভাবে লোকসংস্কৃতির বস্তুকেন্দ্রিক ও শিল্পরূপগত বিস্তৃত পরিধিতে লোকজীবন ও লোকমানসের সকল অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি হয়ে যায়। যুগের ও কালের বিবর্তনে লোকসস্কৃতির ধারা প্রবহমানতার সাথে বাচনধর্মী লোকসংস্কৃতির ধাঁধা নামক সংস্কৃতিকে প্রাচীনকাল থেকে বহন করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তুষার চট্টোপাধ্যায় ধাঁধাকে লোকসংস্কৃতির যে বর্গে স্থান দিয়েছেন তার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত করা হলো।[২]

লোকসংস্কৃতি

দৈহিক ক্রিয়াধর্মী শিল্পধর্মী বাকধর্মী প্রয়োগধর্মী বিশ্বাস-অনুষ্ঠানধর্মী

দৈহিক ক্রিয়াধর্মী লোকসংস্কৃতি

ক্রীড়া অভিনয় ইঙ্গিত নৃত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতি

কারুকর্ম চারুশিল্প গৃহ স্থাপত্য পোশাক ব্যবহারিক রান্নাবান্না ইত্যাদি।
আসবাবপত্র যানবাহন উপকরণ

বাকধর্মী লোকসংস্কৃতি

ভাষা লোককথা প্রবাদ ছড়া গীত গাথা ধাঁধা ইত্যাদি।

প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতি

মন্ত্র গুপ্তি ঝাড়ফুঁক চিকিৎসা ঔষধ পথ্য তাবিজ কবজ ইত্যাদি।

বিশ্বাস-অনুষ্ঠানধর্মী লোকসংস্কৃতি

জাদু ক্রিয়াচার ধর্ম লোকাচার পালাপার্বণ সংস্কার পূজানুষ্ঠান উৎসব মেলা ইত্যাদি।

তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকজীবনাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক ও শিল্পরূপায়ণগত বর্গে বিভক্ত করেছেন। এই দিকগুলোতে লোকসংস্কৃতির কমবেশী সকল বিষয় অঙ্গীভূত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। সেই বিষয়গুলো প্রধানত-

সংস্কৃতি	সামাজিক	লোকজীবন
লোককথা(পুরাকথা রূপকথা, উপকথা, রঙ্গকথা ইত্যাদি), ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, লোকসংগীত, লোককথা, লোকাচার, সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোকবাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি	লোকনাম ,লোকখেতাব, স্থাননাম, লোকখেলা, লোকউপমা, লোকযানবাহন, লোকঔষধ, লোকধর্ম, লোকউৎসব প্রভৃতি	লোকপোশাক, লোকঅলংকার, লোকখাদ্য, লোকভঙ্গি, লোককারিগরিবিদ্যা, লোকবিজ্ঞান, লোকভাষা, লোকজচিকিৎসা, লোকআশীর্বাদ, লোকঅভিশাপ, লোকনিরুক্তি প্রভৃতি।

আসলে লোকসাহিত্য সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি আর্ট বা শিল্প। যা কিনা সাহিত্য পূর্ববর্তী সাহিত্যরূপে অভিহিত। তাইতো “The study of the world literature ”, গ্রন্থে লোকসংস্কৃতিকে ‘literature for literature’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৩] বর্তমান অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তুটি হলো এই আর্ট এর একটি সূক্ষ্ম মানসশিল্প। এই শিল্পই হল ধাঁধা যা প্রাচীন মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই প্রবহমান। ধাঁধা আসলে রূপকথা পুরাকাহিনি ও লোককথার মতো বহু পূর্বেই উদ্ভব হয়েছিল বলে শিলা বসাক মনে করেন।[৪] প্রাচীনকালের আদিম মানুষ তার বিচার বুদ্ধির দ্বারা দুর্গম প্রকৃতির রহস্য ভেদে অনেক সময়ই অক্ষম ছিল। তারা বিভিন্ন উপায়ে জীবনের মূল্য দিয়েও এই অভেদ্যকে ভেদ্য বানিয়েছে। কিন্তু এই ভেদ্য রহস্যের সন্ধানে তারা নিয়ত পরিবর্ধন করেই চলেছে আজও। এই গোষ্ঠী জীবনের যৌথ অবচেতন মনের সাথে পরিবেশ পরিস্থিতির অনুকূল সম্ভাবনার দ্বারা এক বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশই ধাঁধা রূপে সজ্জিত হয়েছে। ধাঁধাকে তাই সি. জি. য়ুঙের ভাষায় collective unconscious বা সামূহিক নির্জ্ঞান ভাবনার প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে এই প্রকাশের সাথে প্রাচীনকালে ধাপে ধাপে কল্পনা প্রবণতা ও সৃজনশীলতা এবং সম্ভাব্য - অসম্ভাব্য রূপক, প্রতীক, উপমা, ব্যঞ্জনার স্বাদ যুক্ত হয়ে তবেই ধাঁধা সুগঠিত হয়েছে। এভাবে ধাঁধার অঙ্গ রূপ রসকে শিল্প থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে। পুরাকালে সামাজিক আচার আচরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধাঁধা শিল্পরূপে বিবেচিত হতো। অর্থাৎ সুদক্ষ কারিগর এর সুনিপুণ বুদ্ধি সম্পন্ন আর্ট হলো ধাঁধা। পরে ধীরে ধীরে এর সাথে রূপক প্রতীক উপমা ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে বুদ্ধির তত্ত্বানুসন্ধান করলো । তাই ধাঁধা বিজ্ঞানে পরিণত হল। তুষার চট্টোপাধ্যায় ও পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞের আধুনিক গবেষণার সমন্বয়ে একথা বলা যায়। এইভাবে ধাঁধার কলেবরে নতুন সম্ভাব্য অসম্ভাব্যতার সমন্বয় ঘটেছে বারবার। কালের বিবর্তনে এভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাথে মিথ সাদৃশ্যতা বৈপরীত্য বোধ ও প্রতীক চেতনার দ্বারা ধাঁধা নামক শিল্পকলার বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। পল্লব সেনগুপ্ত মনে করেন ধাঁধা আসলে প্রাকৃতিক রহস্য অনুসন্ধান এর প্রয়াস।[৫]

এবার ধাঁধার সংজ্ঞা সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। ধাঁধা আসলে কী, এবং ধাঁধার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কী, সে বিষয়ে নানা মত রয়েছে।

০৫.০১) ধাঁধার সমনাম -

ইংরেজি riddle শব্দের বাংলা প্রতিরূপ হলো ধাঁধা । Anglo Saxon শব্দ 'Readi' থেকে 'Riddle' ইংরেজি শব্দটি এসেছে। ধাঁধা শব্দটির সমনাম হিসেবে হেঁয়ালি কে চিহ্নিত করেছেন নির্মলেন্দু ভৌমিক। যা শিক্ষিত ভদ্র সমাজের ভাষারূপে প্রতিভাত। এই শব্দটি

হিঁয়ালি > হেঁয়ালী (স্বরসংগতি)।

আবার বলা যায় হিমালিকা শব্দের তদ্ভব রূপ হল হেঁয়ালী। নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে করেন, প্রহেলিকা ,সমস্যা, হেঁয়ালি, ধাঁধা এক ও অভিন্ন।

ধাঁধার প্রতিশব্দ		বিভিন্ন স্থান ও ভাষায় ধাঁধার প্রতিশব্দ
Riddle	⟹	পাহলি (হিন্দি)
	⟹	কুদুম (সাঁওতালি)
অর্থ উপদেশ বা পরামর্শ	⟹	পঞ্চহ (পালি)
	⟹	প্রহেলি বা বাহা (বিহার)
	⟹	readin (এংলো সেকশন)
	⟹	ধন্ধহাসি বা পিলিকা (নোয়াখালী)
	⟹	পুড়ু বা বিত্তিকাদাই (তামিল),
	⟹	Rat(h)sel (জার্মান)
	⟹	ওগুন (কন্নড়),
	⟹	ভুলভুলৈয়া (ভোপাল),
	⟹	Ainigma (গ্রিক),
	⟹	হুমানে (কোঙ্কনী),
	⟹	প্রহেলি প্রহেলিকা (সাধু বাংলা),
	⟹	ভুজাঙ্গ (পাঞ্জাব)
	⟹	Aenigma (ল্যাটিন,)

⟹ বুঝওয়াস (ভোজপুরি),

⟹ উখানা (মারাঠি),

Riddle বা ⟹ Anigma (ফরাসি),

⟹ উখানী (সিন্ধি)

অর্থ উপদেশ বা পরামর্শ ⟹ মথর,দিস্তন,পক্কন (অসম)

⟹ পোড়পুরুথালু বা বিডিকথ (তেলেগু,)

⟹ পারসি (রাজস্থান)

⟹ ফুমলকমানি (ত্রিপুরা,)

⟹ ভেকনি (উড়িষ্যা),

⟹ দ্বন্দ্ব সন্দেহ (সংস্কৃত)

(নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাংলা ধাঁধার ভূমিকা ,২০০৯)

০৫.০২) **<u>ধাঁধার সংজ্ঞা :-</u>**

ধাঁধার প্রথম যে সংজ্ঞাটি পাই তা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা "প্রবোধচন্দ্রিকা" গ্রন্থে পঞ্চম কুসুমের প্রথম স্তবকে। সেখানে বলা হয়েছে,

"যেকোনো এক অর্থকে ব্যক্ত রূপে কহিয়া স্বরূপার্থের গোপন করতো যে শব্দে, যে অর্থ পাওয়া যায় সে অর্থে কিংবা যে শব্দে যে অর্থ না পাওয়া যায়, সে অর্থের কথা যে বাক্যেতে হয় তাকে প্রহেলিকা বলি"।[৭] এই গ্রন্থে তিনি কয়েকটি প্রহেলিকার উদাহরণ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। যেমন,

"আনিলাম মূলা পোদের হলো শুলা" ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অপ্রকাশিত "অলঙ্কারশাস্ত্র" নামক পুস্তকে হেঁয়ালির সংজ্ঞায় বলেছেন ,

"ইহা(ধাঁধা) একপ্রকার হেঁয়ালি বা কুটপ্রশ্ন । ইহাতে পূর্বাপেক্ষা যে পদার্থ সম্ভাবিত বিবেচনা হয় তাহার নিরূপণ করিতে পারিলে কুটপ্রশ্নের সমাধান হয়"।[৮]

এর পরবর্তীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু 'ধাঁধা' প্রবন্ধে ধাঁধার সংজ্ঞায় বলেন,

'যাহা হঠাৎ "সহজে বুঝা যায় না একটু ভাবিতে হয়, যাহার জন্য একটু মাথা ঘুরাইতে হয় তাহাই ধাঁধা"।[৯]

জার্মান লোকবিজ্ঞানী Friedreich তাঁর "Geschichtedes Rathsels" গ্রন্থে বলেন-

"An indirect presentation of an unknown object in order that the ingenuity of the hearer of reader may be exercised in finding in out".[১০]

এই সংজ্ঞাগুলি মূলত প্রাথমিক পর্যায়ের সংজ্ঞা। বক্তা শ্রোতা এবং উত্তর দাতার প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বিচারের দ্বারা প্রলেপিত সংজ্ঞা। আমরা ধাঁধার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পূর্বে তাই আরো কতগুলি সংজ্ঞা বিচার করব।

আশুতোষ মিত্র মহাশয় তাঁর "হেঁয়ালি রহস্য" গ্রন্থে বলেন, "যাহার আপাতত একটি অর্থ ,প্রকৃত উদ্দেশ্য ,অন্য অর্থ, এইরূপ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুইটি অর্থ আছে অথবা কতকগুলো পদবিন্যাস যাহার অর্থের জন্য ধোকা দেওয়া হয় এরূপ গদ্য বা পদ্য লিখিত প্রশ্নকে হেঁয়ালি বা সমস্যা বলা যায়"[১১]। এখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ্য, তা হল-

১) বাক্যে শব্দের উদ্দেশ্য থাকবে।

২) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি অর্থ।

৩) পদবিন্যাস বিশ্লেষণে অর্থের লুকোচুরি

৪) গদ্য বা পদ্যের ব্যবহারে প্রকাশ।

এই বৈশিষ্টগুলিকে একটি উদাহরনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়।

উদাহরণ – সেক সেক সেলকার মাও
নাকোত দড়ি পিঠেৎ ঘাও। -- -দাঁড়িপাল্লা ।

এখানে বাক্য দুটির উদ্দেশ্য বিপরীত। পদ বিন্যাসও খুব সুন্দর। জীবের ধর্ম আরোপিত বাহ্যিক অর্থে। পদ্যের আকারে সুসজ্জিত। অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারে গঠিত। 'সেক সেক সেলকা' নতুন কিছু শব্দের আবির্ভাবে, হেঁয়ালি যে মাধুর্যতা পেয়েছে, তা এই সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিচারের সন্ধানে উত্তরদাতাকে বুদ্ধি খাটাতে হয়। তবেই এই হেঁয়ালির উত্তর পাওয়া যায়। এর উত্তর 'দাঁড়িপাল্লা'। যার দুটি দিককে নাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে দড়ি লাগানো হয়েছে আর দন্ডের মাঝে ছিদ্র করে ধরার দড়ি লাগানো হয়। সেই মাঝের অংশকে পিঠের ছিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করে হেঁয়ালি, আলো-আঁধারির খেলা সৃষ্টি হয়েছে, এটিই ধাঁধা।

০৫.০৬) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ধাধা, বাংলা ধাঁধা সংকলিত হয়েছে -

১) অড্ডিম পংখি অফুলা শাক, কোন জীবের আঠারোটা নাক? ----বাদুড়/ টাকি মাছ। (ডঃ শীলা বসাক, পৃষ্ঠা ৩১৬)

২) বোন থিকা বাহির হল টিয়া/সোনার টোপর মাথাত্ দিয়া। ------ভুট্টা । (তদেব, ৩১৬)

৩) ওপারে পোনাগুলা খুকুর -বুকুর করে,
এপারের চেংড়াকোনা টিকাত চাপড় মারে। ----ফুটন্ত ভাত । (তদেব, ৩১৬)

৪) হলদিয়া বরণ গাও, খাঁটিকার মতন পাও,
চুট্টুত করিয়া চুমা খাইল, সম্ রাজার মাও। - --বোলতা। (তদেব, ৩১৬)

৫) আগুনেতে বাস তার আগুনেতে রয়
উপ্ জিল মন্তে মাকে ঠকায় । --- দেশলাই। (তদেব, ৩১৬)

৬) হাড্ডির ভিতর মাস যার, খুলির উপর চাম,
লোককে ভুলাবার পারে জগৎজোড়া নাম। ------হুকা। (তদেব, ৩১৬)

৭) কেলেঙ্কারের সের চোদ্দ আনা
দিনোত না দেখে কুন কানা। ---- পেঁচা । (তদেব, ৩১৬)

৮) আট ঠ্যাং ষোল হাঁটু
মাছ মারে লালটু ।
ফেলায় জাল তা ভেজেনা
মারে মাছ টা খায় না । ---মাকড়সা। (তদেব, ৩১৬)

৯) আকাশেতে ছিল কইন্যা, নারী নাম ধরে ।
পরপুরুষ ধরিয়া, দোসরা ছেন্দা করে,
সেই ছেন্দা দিয়া টানিলে করে গারাৎ গোরৎ,
আর খাঁচ কাটাটা ভরায় দিলে বিধতার কোরোক। ----হুকা । (তদেব, ৩১৬)

১০) তিন পুরুষের বাইশটা কান,
এই কাথার দিয়া মান,তারপরে খাও গুয়া পান। ---রাবণ ও মন্দোদরী । (তদেব, ৩১৬)

১১) এ্যকনা বুড়ি খই ভাজে, মান্ সি দেখিলে ঝাঁপে ঢোকে। --- -শামুক (তদেব, ৩১৬)

১২) রামসিং খোড়ে মাটি ,দশখান ঠ্যাং , তিন খান কটি। ----কৃষক ও দুই বলদ (তদেব, ৩১৬)

১৩) একনা বুড়ি কোন মুতুরি। ----ঘরের কোণে রাখা জলের পাত্র । (তদেব, ৩১৬)

১৪) আজার বেটী কেশেরি ,
চুল মেলে আথারি পাথারি। ----- লাউ গাছ (তদেব, ৩১৬)

১৫) মধ্য নদী গান্নু খুটা,
গাই হামলায় দুই মিঠা । --- -মৌচাক (তদেব, ৩১৬)

১৬) আকাশেতে নলোপোতো , পাতালেতে দুয়ার আসি যাই করিছে নন্দদুলাল । ----- বাবুই পাখির বাসা। (তদেব, ৩১৬)

১৭) আকাশ থাকি পইল ড্যাট,
ড্যাট কয় মোর প্যাট কাট্। -------সুপুরি। (তদেব, ৩১৬)

১৮) এক গচে(গাছে) এক ফল,

পাকি আচে টলমল। -----আনারস। (তদেব, ৩১৬)

১৯) এমনিতে মরা ঘাস তো খা,

না খাস তো যা।

উপরে আছে খলুয়ার (ফাতনা) বাপ্

কৈলেক বা(বললে যে)। -------বঁড়শী। (তদেব, ৩১৬)

২০) অ্যাকখান কাইমত্ দুখান চাল। -------কলাপাতা। (তদেব, ৩১৮)

২১) বল্ দেখি ভাই,

ঘরখানা আছে তার,

দুয়ারখানা নাই। -----ডিম। (তদেব, ৩১৭)

২২) টলডং নলডং উপরে ছাতি,

তারে (তার) ফল খায় আশিন কাতি। -------মুখী কচু। (তদেব, ৩১৭)

২৩) এ আসলো বাপ বেটা

ও আসলো বাপ-বেটা,

তিনটি নারকেল প্রায় গোটা গোটা । -------পিতামহ ,পিতা, পুত্র। (তদেব, ৩১৭)

২৪) ধুম ঘর এক পই

এখিনা কতা ভাঙ্গি দেরে বাপই। ------ ছাতা । (তদেব, ৩১৭)

২৫) হোর গেলো হোর আসে। ----চোখ। (তদেব, ৩১৭)

২৬) আলী আলী যায়, উকি মারি চায় । ------সুঁচ। (তদেব, ৩১৭)

২৭) এ্যাকনা বুড়ি, সকালে উঠিয়া এ্যাকগুড়ি। -----গরুর খুঁটি। (তদেব, ৩১৭)

২৮) খট্ খট্, মট্ মট্, দুয়ার বান্ধে খট্ খট । ------ শামুক। (তদেব, ৩১৭)

২৯) হাত গোদা গোদা,পাও গোদা গোদা

এই শ্লোক না ভাঙ্গিলে গুষ্টিসুদ্ধ ভোঁদা। ---- হাড়ি। (তদেব, ৩১৭)

৩০) আজার বেটি ধুন্দল পেটি,
বিন্ কোদালে খুঁড়ে মাটি। ----- শুকর। (তদেব, ৩১৭)

৩১/ এত্তকনা মামা,
গায়ে তার লাল জামা। -পেঁয়াজ

৩২/ আমার ভাই রইশা,
কাপড় কাছে কৈশ্বা,
তাও যায় খইসা। -কলার ডঙ্গল।

৩৩/ পি পি পি লেঙ্গুর দিয়ে জল পড়ে, তার নাম কি। -কুপি/ফড়িং

৩৪/ মামারা পালাইয়া গেল,
লাল লাঠি ছেড়ে গেল। - পায়খানা।

৩৫/ নলের নলবটি আকাশের টুইনা,
ছয় জন সখি আনবা ,
চুল ধরে বাইন্দা। -জাল মাছ/ চিংড়ি মাছ।

৩৬/ উতু উতু উতু, তোমার শ্বাশুড়ীর তিনটে দুদু। -উনান

৩৭/ চামড়া উপর টোকই কনা,
কত্ততো বউ চ্যাংড়া কোনা-। --হাতের নখ

৩৮/ ছয় ঘাটে ছয় শিব রয়,
ষোলো ফুলে পূজা খায়,
ধুলে ফুল দুনা হয়। -১৬ টি কুল ধুতে হবে

৩৯/ ছোট্ট একটা গাছে লাল কৃষ্ণ নাচে। -পাকা লঙ্কা গাছ

৪০/ এত কনা বীর , বসে মারে তীর। -কাটা

৪১/ থাপ থুপ প্যাচেরৎ। -ঘরে লেপা

৪২/ হাকের পাকের নাচে,
তোমার বাড়ি কি আছে। -ঝাঁটা।

৪৩/ শ্যামসুন্দর হাটেত গেল,
গালে মুখে চড় খালো। -মাটির হাড়ি

৪৪/ এক থালা সুপারি গুনতে না পারি। -তারা

৪৫/ এক ঝাঁক সুপারি গুনতে পারে কোন ব্যাপারী। -তারা।

৪৬/ পাকেও না ফোলেও না ,
আবার রাত হলে থাকে না। -হাট/বাজার

৪৭/ জলে জন্ম জলে বাস জলে পড়লে সর্বনাশ। -লবণ

৪৮/ ম্যাও ম্যাও ম্যাও,
জলত ছাড়ি দিলে, উঠাবা না পাও। -জলে দুধ ঢালো

৪৯/ জলে তাহার নয়কো জন্ম,
জলে খুশি হয়,
জলে জলে জীবন তাহার,
হতে থাকে ক্ষয়। -সাবান

৫০/ আংটি নাই পক্কি নাই ধরমু কি
ঠুক্‌কুস বিসমিল্লা পাইলাদ্দি। -ডিম/কুটুম আসলে শুধু ডিম খাওয়ানো

৫১/ এক শালিকের তিনমাথা শালিক গেল কলকাতা। -উনান

৫২/ গাছ ছল ছল পাত ডোকরা। -পুঁইশাক

৫৩/ অচৈতন্য বাঘের পাও,

গাও দি ভাসি যায়,

তালগাছের শোলের বাচ্চা,

শিয়ালে শোল খাই।

-গোবরের বাঘের পা দেওয়া শুকনো গোবর অচৈতন্য বাঘের পা,সেটা জলে ভেসে যাচ্ছে। তাল গাছের শুকনো কাঠ ভেসে যায় জলে। সেটাতে শোল মাছ ডিম ফুটে বাচ্চা দিয়েছে সেই শোল মাছ শিয়ালে খাচ্ছে।

৫৪/ গা ছল ছল গোরত চুল,

মাথা কাটা আব্দুল। -ওল কচু

দক্ষিণ দিনাজপুরের ব্যবহৃত নারীর ভাষার ধাঁধা গুলো আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করেছি। এই সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, নারীরা তাদের মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ধাঁধা গুলোকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে থাকেন। এই ধাঁধা গুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন আঙ্গিকে তারা ব্যবহার করে থাকেন। ধাঁধা গুলোর অর্থকে আমরা গ্রামের তথা শহরের নারীর ভাষায় ব্যবহৃত অর্থ থেকে লিপিবদ্ধ করেছি। নারীরা যে ধাঁধা গুলো তাদের ভাষায় ব্যবহার করেন তা লঘু চটুল হাস্যরসের ধারাকেও কখনো কখনো উদ্ভাসিত করেছেন। আবার তাঁরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাকেও ধাঁধার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আমরা এভাবে দক্ষিণ দিনাজপুরে ব্যবহৃত বাংলা ধাঁধা গুলোকে লিপিবদ্ধ করেছি। আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর ভাষায় ব্যবহৃত ধাঁধা গুলো যেগুলো এখনও বাংলা ধাঁধায় স্থান লাভ করতে পারেনি, সেগুলোকেও লিপিবদ্ধ করেছি। দক্ষিণ দিনাজপুরের নিজস্ব কিছু ধাঁধা যা বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে চলেছে সেগুলোকেও আমরা ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর ভাষায় গ্রামীণ এলাকার নারীর ভাষা, শহরে এলাকার নারীর ভাষা এবং গ্রাম-শহরের মধ্যবর্তী এলাকার নারীর ভাষায় ব্যবহৃত ধাঁধা এর পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্রনির্দেশ :-

১) Bascom, William R., 1953, 9

২) তুষার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৫, ১১৩-১১৪

৩) তদেব, ১২৩

৪) শিলা বসাক, ১৯৯০, ৪

৫) পল্লব সেনগুপ্ত, ২০১০, ১৮৯

৬) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,, ১৮৩৩, ২৬

৭) অন্নদাচরণ সেন ,সখা পত্রিকা ,সেপ্টেম্বর সংখ্যা, বরুণ কুমার, ২০০৩, ২৩৭

৮) তদেব, ২৩

৯) বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ২০০৩, ২৪৪

১০) শিলা বসাক, ১৯৯৮, ১

১১) তদেব, ১৯৯৩, ১